The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXV, 2019 (pp. 31 - 46)
Published in December, 2023

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধান

ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী*

প্রতিপাদ্যসার

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের আইনগত বিধান রয়েছে। ব্যবসা হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভ অন্বেষণ করা বা লাভের আশায় মূলধনের মধ্যে বিভিন্নভাবে রূপান্তর করা। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসার মধ্যে কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। যেমন, ব্যবসা যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে দূরে সরে না নেয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে শার'ঈ বিধানসমূহ যেন পালন করা হয়। হারাম উপায়ে ব্যবসা করা বা হারাম পণ্যের ব্যবসা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য, হালাল উপার্জন ইত্যাদি শরী'আত সম্মত পদ্ধতি ব্যতীত সম্পদ উপার্জনকে ইসলাম হারাম আখ্যায়িত করেছেন। মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিচয়, পবিত্র কুরআন ও সুন্নায় ব্যবসার দিকনির্দেশনা, ব্যবসার লাভ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ব্যবসায়ীর জন্য আবশ্যিক বিধান এবং সাধারণনীতি, ব্যবসার উপাদানসমূহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীছ এবং ইসলামি ফিকহের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং রিয্‌ক অন্বেষণ করা ইসলামের বিধিবদ্ধ বিধান এবং বৈধ বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত। সম্পদ হলো মানুষের আবশ্যিক বিষয়, যা ব্যতীত ইহকালীন জীবনের স্বার্থ সম্পাদিত হয় না। সম্পদ হলো মানব জীবনের মূলভিত্তি এবং তাদের জীবনধারণ ব্যবস্থাপত্র। ইবনু হাজার (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের স্বার্থসিদ্ধি ও উপকারার্থে সম্পদ সৃষ্টি করেছেন (ইবনু হাজার ১৩৭৯, ১০/৪০৮)। বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য, হালাল উপার্জন, মুদারাবা, মুশারাকা, ইজারা ইত্যাদি শরী'আত সম্মত পদ্ধতি ব্যতীত সম্পদ উপার্জন সম্ভব নয়। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত জরুরী বিষয়। যদি ব্যক্তি পর্যায়ে সমস্যা সৃষ্টি হয় তাহলে সমাজ পর্যায়েও সমস্যা সৃষ্টি হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের আইনগত বিধান সম্পর্কে সকলের অবগত হওয়া জরুরী। অত্র প্রবন্ধে ব্যবসার পরিচয়, পবিত্র কুরআনে *তিজারাহ্* এর ব্যবহার, ইসলামী শরী'আতে ব্যবসার

---

*অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দিকনির্দেশনা, ব্যবসার লক্ষ-উদ্দেশ্য, ব্যবসার লাভ, ব্যবসায়ীর জন্য অপরিহার্য বিধান এবং সাধারণনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং ফিকহের আলোকে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ব্যবসার পরিচয়

ব্যবসা শব্দের আরবী শব্দ হলো, 'তিজারাহ্'। শব্দটি মাসদার তথা ক্রিয়া বিশেষ্য। যেমন বলা হয়, (تَجَرَ) তাজারা, (يَتْجُرُ) ইয়াতজুরু, (تِجَارَةً) তিজারাতান, (تَجْرًا) তাজ্রান, বাবে নাসারা, অর্থ, ক্রয়-বিক্রয় করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা। (اتَّجَرَ) ইত্তাজারা, (يَتَّجِرُ) ইয়াত্তাজিরু, (اتِّجَارًا) ইত্তিজারান, বাবে ইফতি'আল, অর্থ, ক্রয়-বিক্রয় করা। আর (تِجَارَةٌ) তিজারাহ্ একবচন, (تِجَارَات) তিজারাত বহুবচন, অর্থ, ব্যবসা, বাণিজ্য, কারবার, তিজারত, পণ্যদ্রব্য (ইবন মানযূর ১৪১৪, ৪/৮৯; মাজ্মা'উল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ্ ১৯৯৬, ১/৮২; মুখতার ১৪২৯/ ২০০৮, ১/২৮৪)।

এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনায়, ইমাম রাগিব (র.) বলেন, التِّجَارَة: التصرّف في رأس المال طلبا للربح "ব্যবসা হলো, লাভের আশায় মূলধনের মধ্যে বিভিন্নভাবে রূপান্তর করা" (রাগিব ১৪১২, ১৬৪)। জুরজানী (র.) বলেন, عبارة عن شراء شيء ليباع بالربح "তিজারাত হলো, লাভে বিক্রয় করার নিমিত্তে কোন জিনিস ক্রয় করা" (আল-জুরজানী, ১৪০৩, ৫৩)। মুফতি আমিমুল ইহ্সান (র.) বলেন, التجارة: عبارة عن شراء شيء ليبيع بالربح أو تقليبِ المال لغرض الربح "লাভে বিক্রি করার জন্য কোন বস্তু ক্রয় করা কিংবা লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদের হাতবদল করা" (আল-মুজাদ্দিদী ১৪২৪/ ২০০৩, ৫২)। কেউ কেউ বলেন, الاسترباح بالبيع و الشراء "ব্যবসা হলো, "ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভ অন্বেষণ করা" (আল-হুবায়সী তাবি, ২০২)।

পবিত্র কুরআনে "তিজারাহ্" শব্দের ব্যবহার

পবিত্র কুরআনে 'তিজারাহ্' শব্দটি নয় বার ব্যবহার হয়েছে। যথা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾. "হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয় ... কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর তাহা তোমরা না লিখিলে কোন দোষ নেই" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ২৮২)। উপর্যুক্ত আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, পবিত্র কুরআনে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে হালাল ব্যবসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

শরী'আতের দৃষ্টিতে ব্যবসা

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসা হালাল হওয়ার মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। তা হলো, ব্যবসা হতে হবে পরস্পর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ "হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ" (সূরাতুন নিসা', ৪ : ২৯)। এই জন্যে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে

সমস্ত অজ্ঞতা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদের দিকে আহবান করবে ঐ ধরণের ব্যবসা হারাম। (ইবনু 'আবিদীন ১৪১২/ ১৯৯২, ৪/৫৩০)।

হাদীছ শরীফেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছন। তা নিম্নে আলোচনা করা হল। কায়স ইবন আবী গারাযাহ্ (রা.) বলেন, "كنا في عهد رسولِ الله –صلَّى الله عليه وسلم– نُسمَّى السماسِرةَ، فمرَّ بنا رسولُ الله –صلَّى الله عليه وسلم– فسمانا باسم هو أحسنُ منه، فقال: "يا مَعشَرَ التجّار، إن البيعَ يحضُره اللغوُ والحلِفُ، فشُوبوه بالصَّدَقة." "আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে ব্যবসাকে সামাসিরাহ্ তথা দালালি বলতাম। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম নামে অবিহিত করে বললেন, হে ব্যবসায়ী সমাজ! নিশ্চয় ব্যবসার মধ্যে শপথ ও অযথা মিথ্যা কথার মিশ্রণ ঘটে। সুতরাং তোমরা একে মিটিয়ে দিবে দান-সাদাকার মাধ্যমে" (ইবনু মাজাহ্ ১৪৩০/ ২০০৯, ৩/২১৪৫/২৭৬; আবূ দাঊদ ১৪৩০/ ২০০৯, ৫/৩৩২৬/২১৫)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মাতকে সঠিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার প্রতি তাকিদ করেছেন। আর ব্যবসার মধ্যে ধোঁকা ও প্রতারণা করা থেকে বাঁচতে বলেছেন।

নবীগণের আমলী জীবন

নবীগণ প্রয়োজনের সময় নিজেদের জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন।

মাদায়েন শহরে প্রেরিত শু'আয়ব (আ.)-এর সঙ্গে মূসা (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ "শু'আয়ব মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরী করবে" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২৮ : ২৭)। মূসা (আ.) তাঁরই নিকট দশ বছর অবস্থান করলেন সততার সহিত হালাল রিয্ক উপার্জন করলেন।

দাউদ (আ.)-এর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ "আমি তাঁর জন্য লৌহকে নমনীয় করেছিলাম- যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈয়ার করতে এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করতে পার এবং তোমরা সৎকর্ম কর" (সূরাতু সাবা', ৩৪ : ১০-১১)। দাঊদ (আ.) লৌহ বর্ম তৈরি করতেন। বর্তমান কামারের পেশা যা আমাদের সামনে রয়েছে তারই আবিস্কারক তিনিই।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথম পর্যায়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেছিলেন (ইবন হিশাম ১৪১১, ১/৩১৯-৩২০)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ لاَ يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ." "আল্লাহ্‌র নবী দাউদ (আ.) নিজের হাতের উপার্জন থেকেই খেতেন" (আল-বুখারী *আস-সহীহ*, ২/১৯৬৭/৭৩০)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا." "নিশ্চয় যাকারিয়া (আ.) কাঠমিস্ত্রী ছিলেন" (আল-কুশায়রী তাবি, ৪/২৩৭৯/১৮৪৭)। ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, "كان آدم عليه السلام حراثا، و نوح نجارا، و إدريس خياطا، و إبراهيم و لوط زارعين، و صالح تاجرا، و داود زرادا، و موسى و شعيب و محمد عليهم السلام رعاة." "হযরত আদম (আ.) ছিলেন কৃষক, নূহ (আ.) ছিলেন কাঠমিস্ত্রী, ইদরীস (আ.) ছিলেন দর্জি, ইবরাহীম (আ.) এবং লূত (আ.)

ছিলেন চাষী, সালিহ (আ.) ছিলেন ব্যবসায়ী, দাঊদ (আ.) ছিলেন বর্ম নির্মাতা, মূসা (আ.) ও শু'আয়ব (আ.) এবং মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন রাখাল" (ইবনু হাজার ১৩৭৯, ৪/৩০৬; আল-হাকিম ১৪১১/ ১৯৯০, ২/৪১৬৫/৬৫২)।

পূর্ববর্তী মনীষীদের জীবন পরিক্রমা

পূর্বেকার মনীষীগণ বিশ্বাস করতেন যে, অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকার চেয়ে রিয্ক অন্বেষণ করা এবং সম্পদ উপার্জন করা সর্বোত্তম 'ইবাদত। আনস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা.) মদীনায় আগমন করলে নবী করীম ﷺ তাঁর ও সা'দ ইবন রাবী' আনসারীর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেন। সা'দ (রা.) ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আব্দুর রাহমান (রা.)-কে বললেন, "أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا." "আমি তোমার উদ্দেশ্যে আমার সম্পত্তি অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দিতে চাই এবং তোমাকে বিবাহ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। আমাকে বাজার দিখেয়ে দাও। তিনি বাজার হতে মুনাফা করে নিয়ে আসলেন পনীর ও ঘি" (আল-বুখারী *আস-সহীহ*, ২/১৯৪৪/৭২২)। ইমাম বুখারী (র.) হাদীছটি ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, এ বিষয়ে প্রমাণ করা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সাহাবায়ে কিরামদের কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন (ইবনু হাজার ১৩৭৯, ৪/২৯০)।

আবুল মিনহাল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি বারা' ইবন আযিব ও যায়দ ইবন আকরাম (রা.)-কে সোনা-রূপার ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে ব্যবসায়ী ছিলাম। আমরা তাঁকে সোনা-রূপার ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যদি হাতে হাতে (নগদ) হয়, তবে কোন দোষ নেই, আর যদি বাকী হয় তবে বৈধ নয়" (আল-বুখারী *আস-সহীহ*, ২/১৯৫৫/৭২৬)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.) ও সাহাবায়ে কিরাম এবং সালফে সালিহীন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাদের উচ্চ মর্যাদা এবং আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার অতি আগ্রহ হওয়া সত্ত্বেও তারা মানুষের নিকট হাত পাতানো থেকে বাঁচার জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং জনগণকে ব্যবসার প্রতি উৎসাহ যোগাতেন।

ব্যবসার লক্ষ-উদ্দেশ্য

ব্যবসার উদ্দেশ্য হলো, সম্পদ উপার্জন করা। সম্পদের ধর্মীয় ও দুনিয়াবী লাভ রয়েছে। দুনিয়াবী লাভ তো সকলেরই জানা রয়েছে। যার কারণে সম্পদ অর্জনের পিছনে মানুষ নিজেকে ধ্বংসে নিমজ্জিত করে বসে।

তবে ধর্মীয় লাভ তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমিত।

এক. নিজের উপর খরচ করবে। হয়ত 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে যেমন হজ্ব-উমরা পালন করা, সাদাকা করা এবং মুসলমানদের সাহায্য করা। অথবা 'ইবাদতের সহযোগী বিষয়াবলিতে খরচ করবে। যেমন খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান ইত্যাদি জীবন নির্বাহ করার জন্য আবশ্যকীয় উপাদান।

দুই. যা অন্য মানুষের জন্য খরচ করা হয়। যেমন, সাদাকা করা যার লাভ সম্পর্কে সবাই অবগত আছে। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার কাজে ব্যয় করা। যেমন, বন্ধু-বান্ধবদের মেহমানদারী করা। নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্য ব্যয় করা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "وَمَا وَقَى الرَّجُلُ بِهِ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً." "যে সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারে, তার জন্য সাদাকা স্বরূপ লিখা হবে" (আল-বায়হাকী *আল-আদাব*, ১৪০৮, ১/১২৭/৫২)।

তিন. যা ব্যয় করা হয় কল্যাণমূলককাজে। যেমন মসজিদ-মাদ্‌রাসা নির্মাণ করা, সামাজিক ও ভাল কাজে সহায়তা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতা করা (ইবন কুদামাহ্‌ ১৩৯৮/ ১৯৭৮, ১৯৬-১৯৭)।

ব্যবসার লাভ

ব্যবসার অসংখ্য লাভ রয়েছে। দুনিয়াবী লাভ রয়েছে এবং পরকালীন লাভ রয়েছে। একটি রাষ্ট্রের সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেই দেশের ভাল ব্যবসায়ীদের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। নিম্নে প্রসিদ্ধ লাভগুলো উল্লেখ করা হলো।

এক. ব্যবসার মাধ্যমে মানুষ থেকে মুখাপেক্ষিতাহীন জীবন উপহার পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, ".اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ السِّوَاكِ" "মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকবে। যদিও মিসওয়াক ধৌত করার পানি হলেও তাও চাইবে না" (আত্‌-তাবারানী *আল-মু'জামুল কাবীর* ১৪০৪/ ১৯৮৩, ১১/১২২৫৭/৪৪৪; আল-মাকদাসী ১৪২০/২০০০, ১০/১৭৪/১৭৬)।

দুই. ব্যবসা হলো, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ তা'আলার দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম উপাদান।

যে ব্যক্তি সম্পদের মালিক হবেন, সে নিজেকে অসংখ্য ছাওয়াবের অধিকারী করতে পারেন। যেমন ওয়াকফ করা, আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করা, সাদাকা করা, দুর্বলদের সাহায্য করা, রোযাদারদের ইফতার করানো ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বন্দেগী ও ইবাদাত। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর হাদীছে এসেছে, "ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ" "বিত্তবানরা সাওয়াব নিয়ে যাচ্ছেন" (আল-কুশায়রী, ২/১০০৬/৬৯৭; আশ-শায়বানী, ৩৫/১১৪৭৩/৩৭৬)।

তিন. ব্যবসা আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর নির্ভরশীলতাকে শক্তিশালী করে তুলে।

ব্যবসা হলো অন্তরের বিষয়সমূহের অন্যতম। কারণ মানুষ উপার্জন করে, তদুপরি অনেক সময় ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে। যার কারণে ব্যবসায়ীর অন্তরটি সর্বদা আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং তাঁরই অনুগ্রহের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

চার. ব্যবসা ব্যক্তির চিন্তা-চেতনায় নতুন গবেষণার দ্বার উৎকর্ষসাধন করে।

ব্যবসায়ী সর্বসময় চেষ্টা করে তার ব্যবসার উন্নতসাধন করতে এবং তাতে নতুন নতুন পলিসি অবলম্বন করে যাতে সে তার ব্যবসায় সফল হতে পারেন এবং তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারেন।

পাঁচ. ব্যবসা মুসলিম জাতির জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিধান বাস্তবায়িত করে।

যে জাতি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হবে না সেই জাতি নিজস্ব স্বকিয়তা ও স্থায়িত্বের অধিকারী হয় না। যেমনটি ছুমামা ইবন আছাল ইসলাম গ্রহণ করার পর কুরায়শদের লক্ষ করে বললেন, "আর আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর বিনানুমতিতে তোমাদের কাছে ইমামা থেকে গমের একটি দানাও আসবে না" (আল-বুখারী *আস-সহীহ*, ৪/৪১১৪/১৫৮৯; আল-কুশায়রী, ৩/১৭৬৪/১৩৮৬)।

ইসলামী আইনে ব্যবসায়ীর জন্য অপরিহার্য বিধান

ব্যবসায়ীদের জন্য ইসলামী আইনে কিছু অপরিহার্য বিধান রয়েছে। যেগুলো একজন সফল ব্যবসায়ীকে অবশ্যই মেনে চলেতে হবে। এরই মাধ্যমে তারা দুনিয়া ও পরকালে সফলতা লাভ করতে পারবেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ বিধানগুলো উল্লেখ করা হলো।

ব্যবসা যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে দূরে সরে না নেয়

কিছু বিষয় রয়েছে যা অবশ্যই পালন করতে হবে এবং এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা আপেক্ষিক ভাবে অপরিহার্য। ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করতে গিয়ে যেন সেই বিষয়গুলোর ত্রুটি না হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, "অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর" (সূরাতুল জুমু'আ, ৬২ : ১০)।

আল্লামা দূসারী (র.) বলেন, "ব্যবসা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ত্রুটি সৃষ্টি করে তাহলে ব্যবসা বৈধ হবে না। বরং আনুগত্যে ত্রুটি অনুযায়ী মাকরূহ বা হারাম হবে। যাকে ব্যবসা তাহায়্যাতুল মাসজিদ বা নামাযের তাকবীরে উলা পাওয়া থেকে বিরত রাখে তার জন্য এই ব্যবসা মাকরূহ্‌। যাকে ব্যবসা জামাতে সালাত আদায় বা প্রথম ওয়াকতে নামায আদায় করা থেকে বিরত রাখে তার জন্য ব্যবসা হারাম। যাকে ব্যবসা ওয়াজিব আদায় করা থেকে বিরত রাখে যাদিও সে তার পরিবারের সাথে থাকে, ওয়াজিব কর্ম আদায় করা থেকে বিরত রাখার কারণে তা হারাম হবে" (আদ-দূসুরী তাবি, ৩/৩৭৭)

ব্যবসার ক্ষেত্রে শার'ঈ বিধানসমূহ পালন অপরিহার্য

একজন ব্যবসায়ীকে অবশ্যই ইসলামী আইনের আওতায় ব্যবসা করতে হবে। আর ব্যবসার ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধানসমূহ যেন যথাযথ পালন করা হয়। কোনভাবেই যেন ব্যবসা চলাকালে ফরজসমূহ আদায়ে ত্রুটি না ঘটে। যেমন ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাত আদায় করা এবং গরীবকে দান করা ও আত্মীয়স্বজনের খবর নেওয়া ইত্যাদি।

হারাম উপায়ে ব্যবসা করা এবং হালাল রিয্‌ক অন্বেষণ করা

একজন ব্যবসায়ীর উচিত, সে যেন হালাল ভাবে ব্যবসা করে ও হারাম উপায় থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং সন্দেহমূলক বিষয় থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, উভয়ের মাঝে বহু অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে। যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি যে বিষয়ে গুনাহ্‌ হওয়া সুস্পষ্ট, সে বিষয়ে অধিকতর পরিত্যাগকারী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ করতে দুঃসাহস করে, সে ব্যক্তির সুস্পষ্ট গুনাহের কাজে পতিত হবার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। গুনাহ্‌সমূহ আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত এলাকা, যে জানোয়ার সংরক্ষিত এলাকার চার পাশে চরতে থাকে, তার ঐ সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে (আল-বুখারী *আস-সহীহ*, ২/১৯৪৬/৭২৩)। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الحَلاَلِ أَمْ مِنَ الحَرَامِ." "এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা থেকে অর্জন করল, হালাল থেকে না হারাম থেকে" (আল-বুখারী *আস-সহীহ*, ২/১৯৪৫/৭২৬)।

ব্যবসা যেন তার মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়

প্রত্যেক ব্যবসায়ী যেন তার এই ব্যবসাকে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ আনুগত্য করে তাক্‌ওয়া অর্জনের ওয়াসীলাহ্‌ হিসেবে গ্রহণ করে। ব্যবসার মাধ্যমে তার মূল চেতনা হবে পরকাল। বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার কারবার করলেও অন্তরে থাকবে একমাত্র পরকালের চেতনা। এরই প্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল করল এই অবস্থায় যে, দুনিয়াই তার মূল লক্ষ উদ্দেশ্য, তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার কার্যাবলিকে তার সামনে বিক্ষিপ্ত আকারে করে দিবেন ও অভাব-অনটন তার দুই চক্ষুর সামনে ভাসবে এবং দুনিয়া থেকে সে কেবল ঐ পরিমাণ পাবে যা তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। যে ব্যক্তি সকাল করল এই অবস্থায় যে, আখিরাতই তার মূল লক্ষ উদ্দেশ্য,

তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার কার্যাবলিকে তার সামনে একত্রিত আকারে পেশ করে দিবেন ও তার অন্তরকে ধনী করে দিবেন এবং দুনিয়া তার নিকট অপমানিত হয়ে আগমন করবে" (ইবন মাজাহ, ৫/৪১০৫/২২৭; আত-তিরমিযী, ৪/২৪৬৫/৬৪২; আশ-শায়বানী, ৩৫/২১৫৯০/৪৬৭)।

ব্যবসায়ীকে ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানাবলি শিক্ষা করা জরুরি

একজন ব্যবসায়ীক লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম-কানুন জানা থাকা দরকার। ব্যবসায়ী যেন মানুষের নিকট হারাম বিষয়/পণ্য বিক্রি না করে। তাদেরকে প্রতারিত না করে ও ধোঁকা না দেয় এবং সে যেন তার পণ্যকে মিথ্যা শপথ করে বাজারজাত না করে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, "لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ." "ধর্মের ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কেউ যেন আমাদের বাজারে ক্রয়-বিক্রয় না করে" (আত-তিরমিযী, ২/৪৮৭/৩৫৭)। যাতে কোন প্রকার প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী থাকবে না (আত-তিরমিযী, ২/৪৮৭/৩৫৭)। সুস্পষ্ট হলো যে, একজন বিক্রেতাকে ক্রয়-বিক্রয় ও কারবারের বিধানাবলি এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে যা যা বিধানের প্রয়োজন সে বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

ক্রেতার শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া

ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক কোন কিছু গোপন না করে পণ্যের পূর্ণ অবস্থা বর্ণনা করা এবং একে অন্যের কল্যাণ কামনা করা। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, "ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে" (আল-বুখারী *আস-সহীহ*, ২/১৯৭৩/৭২৩)।

বিক্রয় বা ক্রয়কৃত জিনিস ফেরত নেয়া

ব্যবসায়ীর জন্য বরকতময় কাজসমূহের অন্যতম হলো, বিক্রয় বা ক্রয়কৃত জিনিস কেউ ফেরত দিতে চাইলে ফেরত নেয়া। বিক্রয়কৃত জিনিস ফেরত নিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিবেন। হাদীছে এসেছে, "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" "যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের বিক্রয়কৃত বা ক্রয়কৃত জিনিস ফেরত নিতে রাজি হয়ে যায়, আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ত্রুটি বিচ্যুটি মাফ করে দেন" (ইবন মাজাহ, ৩/২১৯৯/৩১৮; আবূ দাউদ, ৫/৩৪৬০/৩২৮)।

ন্যায়সংগত মূল্য নেয়া

বাজার দরের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য না নেয়া, যদিও ত্রেতা সম্মত হলে যে কোন মূল্যে তার নিকট বিক্রয় করা যায়। কিন্তু ক্রেতা অজ্ঞ বা সে ঠেকায় পড়েছে, যে কোন মূল্যে সে নিতে বাধ্য-এরূপ অবস্থায় বিক্রেতার নৈতিক কর্তব্য হলো স্বাভাবিক বাজার দরের চেয়ে অতিরিক্ত না নেয়া।

ক্রয়বিক্রয়ে কসম না খাওয়া

একজন সফল ব্যবসায়ীর জন্য একান্ত উচিত যে, ক্রয়বিক্রয়ে কসম না খাওয়া। এমনকি সাধারণ কথাবার্তায়ও ঘন ঘন শপথ করা পরিহার করা জরুরী।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ." "তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিকাধিক কসম থেকে দূরে থেকো। কারণ, কসম পণ্যদ্রব্য চালু করে ঠিকই, কিন্তু তা উপার্জনের (বরকত) বিনষ্ট করে দেয় (আল-কুশায়রী, ৩/১৬০৭/১২২৮)।

ব্যবসায়ী সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে

ব্যবসায়ী যখন তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চলাকালে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির বেড়াজালে আবদ্ধ হবে এমন কোন অন্যায় কর্ম প্রত্যক্ষ করলে তার উপর অপরিহার্য দায়িত্ব হলো, চুপ না থেকে তা প্রতিরোধ করা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের নিম্নতর স্তর" (আল-কুশায়রী, ১/৪৯/৬৯)।

গুদামজাত না করা

একজন ব্যবসায়ী গুদামজাতের মাধ্যমে কৃত্তিম সংকট করে মালের মূল্য বৃদ্ধি যেন না করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ." "গুদামজাতকারী অভিশপ্ত" (আল-হাকিম, ২/২১৬৪/১৪)। বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্যতার সময় কিংবা কলেরা, করোনা ইত্যাদির মত মহামারীর সময় অথবা বন্যা পরবর্তী দুর্যোগের সময় খাদ্য গুদামজাত করে রেখে দাম বাড়ানো বৈধ নয়। অবশ্য দুষ্প্রাপ্যতার বাজার না হলে খাদ্য বেঁধে রেখে মূল্য বৃদ্ধি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তা বিক্রয় করা অবৈধ নয়।

ব্যবসার মধ্যে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ না করা

একজন ব্যবসায়ীর একান্ত উচিত যে, যেন সে ব্যবসার মধ্যে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ না করে।

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, "একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্তুপীকৃত খাদ্যশস্যের পাশ দিয়া যাচ্ছিলেন। তখন তিনি স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকালেন। তাঁর আঙ্গুলগুলো আর্দ্রতা স্পর্শ করে। তিনি বললেন, হে খাদ্যশস্যের মালিক! এটা কি? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এতে বৃষ্টি পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কেন তুমি ভিজা অংশ খাদ্যশস্যের উপরে রাখনি, যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়। যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়" (আল-কুশায়রী, ১/১০২/৯৯)।

কৃত্রিমভাবে দরবৃদ্ধি না করা

এক শ্রেণির দালাল বিক্রেতার সাথে চুক্তি করে ক্রেতা ক্রয় করতে এলে পণ্যের মিথ্যা প্রশংসা করে অথবা নিজে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে। এমন দালালি আমাদের শরী'আতে নিষেধ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ." "তোমরা ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার লক্ষ্যে ক্রেতার দরের উপর দর বৃদ্ধি করে ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়ো না" (আল-বুখারী *আস-সহীহ*, ২/২০৩৫/৭৫৩)।

পণ্যের দোষ গোপন না করা

একজন ব্যবসায়ীর একান্ত উচিত যে, যেন সে ব্যবসার মধ্যে পণ্যের দোষ গোপন না করে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، ولَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ." "মুসলিম মুসলিমের ভাই। কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইকে কোন জিনিস বিক্রয় করার সময় তার কোন ত্রুটি বয়ান না করে গোপন করে রাখে" (ইবন মাজাহ, ৩/২২৪৬/৩৫৬)।

ওজনে বা মাফে কম না দেয়া

একজন সফল ব্যবসায়ীর একান্ত উচিত যে, যেন সে ব্যবসার মধ্যে ওজনে ও মাফে কম না দেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾. "যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ, যারা লোকদের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়" (সূরাতুল মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ : ১-৩)। ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ "অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না" (সূরাতুল 'আ'রাফ, ৭ : ৮৫)।

ব্যবসার মধ্যে সুদের আশ্রয় গ্রহণ না করা

একজন সফল ব্যবসায়ীর জন্য কোনভাবেই ব্যবসার মধ্যে সুদের আশ্রয় গ্রহণ করা বৈধ নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ "আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ এবং সুদকে হারাম করেছেন" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ২৭৫)। ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ "আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ২৭৬)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ".كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا" "যে ঋণ কোন মুনাফা টানে, তাই সুদ" (ইবন আবী উসামা ১৪১৩/ ১৯৯২, ১/৫০০)। মোট কথা, কাউকে ঋণ দিয়ে তার মাধ্যমে মুনাফা গ্রহণ করাই সুদ বা রিবা।

ইসলামী আইনে ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে সাধারণনীতি

ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনে কিছু সাধারণনীতি রয়েছে। একজন ব্যবসায়ীকে এগুলো মনে চলা একান্ত উচিত। নিম্নে প্রসিদ্ধ সাধারণনীতিগুলো উল্লেখ করা হলো।

ক্রয়-বিক্রয়ে ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া এবং নম্রতা ও সদ্ব্যবহার করা

বিক্রেতাকে ক্রয়-বিক্রয়ে নম্রতা ও সদ্ব্যবহার করা উচিত। প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ রাখবে, কথায় ও কাজে সততা বজায় রাখবে এবং সম্পদে আমানতদারীতা রক্ষা করবে ইত্যাদি উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ".رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى" "যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় এবং পাওনা তাগাদায় নম্র ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর রহম করুন" (আল-বুখারী *আস-সহীহ*, ২/১৯৭০/৭৩০)।

ধনীদেরপল সময় দেওয়া এবং অভাবগ্রস্তকে অবকাশ প্রদান করা বা মাফ করে দেওয়া

একজন সফল ব্যবসায়ীর উচিত, যেন সে ধনীদের সময় দেয় এবং অভাবগ্রস্তকে অবকাশ প্রদান করে কিংবা মাফ করে দেয়।

নবী করীম ﷺ বলেছেন, "كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ." "জনৈক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দিত। কোন অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীদেরকে বলত, তাকে মাফ করে দাও, হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মাফ করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দেন" (আল-বুখারী *আস-সহীহ*, ২/১৯৭২/৭৩১)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তীগণের মধ্যে এক ব্যক্তির রূহের সাথে ফিরিশতা সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কোন নেক কাজ

করেছো? লোকটি উত্তর দিল, আমি সচ্ছলকে অবকাশ দিতাম এবং অভাবগ্রস্তকে মাফ করে দিতাম। রাবী বলেন, ফিরিশতারাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন” (আল-বুখারী *আস-সহীহ*, ২/১৯৭১/৭৩১)।

আল্লাহ্ তা‘আলা প্রদত্ত রিয্কে সন্তুষ্ট থাকা

প্রাপ্ত রিয্কের উপর সন্তুষ্ট থাকা মহান সম্পদ। যে ব্যক্তিকে প্রয়োজন অনুযায়ী রিয্ক দেওয়া হল এবং সে প্রাপ্ত রিয্কের উপর সন্তুষ্ট, তাকেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফলকাম ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ." “যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল, তাকে প্রয়োজনমাফিক জীবিকা প্রদান করা হল এবং আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকল, সেই সফলকাম হল” (আল-কুশায়রী তাবি, ২/১০৫৪/৭৩০)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ." “অধিক ধন-সম্পদে ঐশ্বর্য নেই। অন্তরের অভাব মুক্তিই প্রকৃত ঐশ্বর্য” (আল-বুখারী *আস-সহীহ*, ৫/৬০৮১/২৩৬৮; আল-কুশায়রী, ২/১০৫১/৭২৬)।

নির্ধারিত ভাগ্যের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা

এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাস করতে হবে যে, ভাগ্যে নির্ধারিত যা আছে এর বেশি অর্জন সম্ভব নয় যতই চেষ্টা মেহনত করুক না কেন, মূল্যবান সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করুক না কেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পার্থিব ভাগ্যে যা আছে এর বেশি প্রাপ্ত হবে না। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ “তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে” (সূরাতুয যুখরুফ, ৪৩ : ৩২)। ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ “আল্লাহ্ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত” (সূরাতু ফাতির, ৩৫ : ২)।

দুনিয়ার প্রতি আসক্ত না হওয়া

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ততা মানে সম্পদের অধিক্যতা বা স্বল্পতা নয়। বরং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ততা হলো, সম্পদ হস্তে থাকবে তবে অন্তরে সম্পদের মোহ থাকবে না। সালফে সালিহীনদের এক দল বলেন, যুহদ হলো, আসা-আকাঙ্ক্ষা কম করা। কেউ কেউ বলেন, যুহদ হলো, পরকালের উৎকৃষ্টতার তুলনায় দুনিয়াকে তুচ্ছ ভেবে পরিত্যাগ করা (ইবন কুদামাহ্, ৩২৪)। এক ব্যক্তি সুফ্ইয়ান ইবন উয়াইনাহ (র.)-কে বলল, এক ব্যক্তির নিকট একশত দিনার থাকা অবস্থায় সে কি যাহিদ (দুনিয়া বিমুখ) হতে পারে? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ! সে বলল, তা কিভাবে? তিনি বললেন, সম্পদ যদি কমে যায় সে চিন্তিত হয় না, যদি বৃদ্ধি পায় খুশিও হয় না, সেই সম্পদ পরিত্যাগ করে চলে যেতে মৃত্যুকেও অপছন্দ করে না (আল-খাল্লাল ১৪০৭, ১/১৯/৪৯)।

আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে ব্যবসা করা

একজন ব্যবসায়ীকে দুনিয়াবী ব্যবসার সাথে সাথে আল্লাহ্র সাথেও ব্যবসা করা উচিত। আল্লাহ্র সাথে ব্যবসা হলো এমন ব্যবসা যার মধ্যে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। বরং সেটি হলো সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বোত্তম ব্যবসা। তা হলো,

দুনিয়াবী ব্যবসার মধ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ "যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না" (সূরাতু ফাতির, ৩৫ : ২৯)। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ "মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে?" (সূরাতুস সাফ, ৬১ : ১০)। অতঃপর এর পরবর্তী আয়াতে এই ব্যবসার প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ "তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে" (সূরাতুস সাফ, ৬১ : ১১)।

আল্লাহ্‌র সাথে ব্যবসার উপাদানসমূহ

দুনিয়াবী ব্যবসার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সাথেও ব্যবসা করা তথা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখা। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে ব্যবসা করার কতিপয় উপাদান রয়েছে। যা মূলত রিয্ক প্রাপ্তিরও মহৎ উপাদান। নিম্নে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে ব্যবসা করার মৌলিক উপাদানগুলো আলোচনা করা হল।

তাক্ওয়া অর্জন করা ও পাপসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা

মূলত তাক্ওয়া অর্জন করা আল্লাহ্ তা'আলা পক্ষ থেকে রিয্ক প্রাপ্তির অন্যতম উপাদান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ "আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিয্ক দেবেন" (সূরাতুত তালাক, ৬৫ : ৩)। তিনি আরও বলেন, ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ "যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনিত ও তাক্ওয়া অবলম্বন করিত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করিতাম, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি" (সূরাতুল 'আ'রাফ, ৭ : ৯৬)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় বান্দা গোনাহের কারণে প্রাপ্ত রিয্ক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। দু'আই কেবল তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে এবং একমাত্র পুণ্যকাজই হায়াতকে বৃদ্ধি করে" (আশ-শায়বানী, ৩৭/২২৪৩৮/১১১; ইবন হিব্বান ১৪১৪/ ১৯৯২, ৩/৮৭২/১৫৩; ইবন মাজাহ্, ১/৯০/৬৮)।

ইস্তিগফার করা

ইস্তিগ্‌ফার হলো একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। এরই মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধিত হয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে ইস্তিগ্‌ফার করার অসংখ্য ফজীলত রয়েছে। নিম্নে প্রসিদ্ধগুলো উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কে বলেন, ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ "আমি (হযরত নূহ) বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা কর, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা” (সূরাতু নূহ, ৭১ : ১০-১২)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি অধিকহারে ’ইস্তিগ্‌ফার পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা‘আলা তার প্রত্যেক চিন্তার উপশম করবেন আর প্রত্যেক সংকীর্ণতা থেকে বের হওয়ার পথ করে দিবেন এবং তাকে কল্পনাতীত স্থান থেকে রিয্‌কের ব্যবস্থা করবেন” (আশ-শায়বানী, ৪/২২৩৪/১০৪; ইবন মাজাহ, ৪/৩৪১৮/৭২১; আল-হাকিম, ৪/৭৬৭৭/২৯১; আবূ দাউদ, ২/১৫১৮/৬২৮)।

আত্মীয়ের সাথে সদভাব বজায় রাখা

ব্যবসায়ীর উচিত, সর্বসময় আত্মীয়দের সাথে সদভাব বজায় রাখা। সর্বাবস্থায় আত্মীয়দের খবর নেওয়া। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছেন, "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ." “যে লোক তার রিয্‌ক প্রশস্ত করতে এবং আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে” (আল-বুখারী *আস-সহীহ*, ৫/৫৬৩৯/২২৩২; আল-কুশায়রী, ৪/২৫৫৭/১৯৮২)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, “আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বাজায় রাখার কারণে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, পরিবার-পরিজনে মুহাব্বত সৃষ্টি হয় এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়” (আত্-তাবারানী *আল-মু‘জামুল আওসাত*, ৮/৭৮১০/১৪; আত-তিরমিযী, ৪/১৯৭৯/৩৫১)।

হজ্ব ও উমরা বারংবার আদায় করা

ব্যবসায়ীর একান্ত উচিত, সুযোগ থাকলে হজ্ব ও উমরা বারংবার আদায় করার চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ" “তোমরা হজ্ব ও ‘উমরাহ পালন কর, যেহেতু এ দু‘টি ‘আমল অভাব এবং গুনাহ্‌কে এমনভাবে দূর করে যেন হাপর দ্বারা (যন্ত্রবিশেষ) লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মরিচা দূর করা হয়” (আশ-শায়বানী, ৬/৩৬৬৯/১৮৫; আত-তিরমিযী, ৩৮১০//১৬৬; আন-নাসা’ঈ *আস-সুনানুল কুব্‌রা*, ৪/৩৫৯৭/৯; ইবন খুযায়মা *আস্-সাহীহ* ১৩৯০/১৯৭০ : ৪/২৫১২/১৩০)।

উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া

ব্যবসায়ীকে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া একান্ত জরুরী। কারণ সৎচরিত্রের অসংখ্য ফজীলত রয়েছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, "وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ." “আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক বাজায় রাখা, উত্তম চরিত্র এবং প্রতিবেশির সাথে ভাল আচরণ করা সুখ্যাতি অর্জিত হয় এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়” (আশ-শায়বানী, ৪২/২৫২৫৯/১৫৩)। ইয়াহইয়া ইবনু মু‘আয (রা.) বলেন, “উত্তম ও প্রশস্ত চরিত্রে রিয্‌কের ধনভাণ্ডার রয়েছে” (আল-গাযালী তাবি, ৩/৫২)।

দু‘আ করা

ব্যবসায়ীকে ব্যবসার সাথে সাথে দু‘আ করাও জরুরী বিষয়। মনে মনেও দু‘আ করা যায়। তবে দুই হাত তুলে দু‘আ করা দু‘আর আদব। মূলত প্রত্যক্ষভাবে দু‘আও একটি ‘ইবাদত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» “দু‘আই হলো ‘ইবাদত” (আবূ দাউদ, ২/১৪৭৯/৬০৩; আল-বুখারী *আল-’আদাবুল মুফরাদ* ১৪০৯/১৯৮৯, ৭১৪/২৪৯; আশ-শায়বানী, ৩০/১৮৩৯১/৩৪০; আন-নাসাঈ, ১০/১১৪০০/২৪৪)। দু‘আ হলো আল্লাহ্ তা‘আলার ভাণ্ডার থেকে নেওয়ার বড় হাতিয়ার। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট

চাওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে বলেন, "اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى" "হে আল্লাহ্ তোমার নিকট হিদায়াত, তাক্ওয়া, নিষ্পাপ, প্রাচুর্য কামনা করছি" (আল-কুশায়রী, ৪/২৭২১/২০৮৭)।

বিবাহ করা

বিবাহ্ করা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্যতম সুন্নাত। বিবাহ একটি স্বতন্ত্র ইবাদতও বটে। বিবাহের মাধ্যমে চক্ষু অবনমিত হয় ও লজ্জাস্থানের হিফাজত হয় এবং প্রাচুর্য লাভ হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ "তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হইলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ" (সূরাতুন নূর, ২৪ : ৩২)। ইবন আবী হাতিম (র.) বর্ণনা করেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একবার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন, أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ يُنْجِزْ لَكُمْ مَا وعدكم من الغنى قال تَعَالَى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ "তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন কর। তিনি যে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,"তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন" (ইবন কাছীর, ৩/২৯৩)। ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, "الْتَمِسُوا الْغِنَى فِي النِّكَاحِ" "তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন" (ইবন কাছীর, ৩/২৯৩)।

আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করা

একজন সফল ব্যবসায়ীর জন্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার উপর পরিপূর্ণ ভরসা করা একান্ত উচিত বরং এটি ঈমানের চাহিদাও বটে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا." "যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি যথাযথ ভরসা কর তাহা হইলে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিয্ক দান করবেন, যেইরূপ পাখিকে রিয্ক দিয়া থাকেন। তারা ভোরে খালি পেটে বাহির হয় এবং দিনের শেষে ভরা পেটে বাসায় ফিরিয়া আসে" (আত-তিরমিযী, ৪/২৩৪৪/৫৭৩; ইবন মাজাহ্, ৫/৪১৬৪/২৬৬)। আবূ হাতিম আর-রাযী (র.) বলেন, অত্র হাদীছ তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে বড় দলীল এবং রিয্ক প্রাপ্ত হওয়ার অন্যতম উপাদান (ইবন রাজাব ১৪২২/ ২০০১, ২/৪৯৬)।

উপসংহার

ব্যবসা হলো, লাভের আশায় মূলধনের মধ্যে বিভিন্নভাবে রূপান্তর করা বা লাভে বিক্রয় করার নিমিত্তে কোন জিনিস ক্রয় করা অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভ অন্বেষণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। ব্যবসা নবীগণের সুন্নাত, সাহাবীদের তারীকা। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত বাবসায়ীদের প্রশংসা করেছেন যাদেরকে তাদের ব্যবসা নামায আদায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র থেকে বিরত রাখে না। তবে ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসার মধ্যে কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। যেমন, ব্যবসা যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে দূরে সরে না নেয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে শার'ঈ বিধানসমূহ যেন পালন করা হয়। হারাম

উপায়ে ব্যবসা করা বা হারাম পণ্যের ব্যবসা থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং হালাল রিয্ক অন্বেষণ করা। ব্যবসায়ীকে ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানাবলি শিক্ষা করা জরুরী। ব্যবসায়ী ক্রেতার শুভাকাঙ্ক্ষী হবে, গুদামজাত করবে না, ব্যবসার মধ্যে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করবে না। ক্রয়-বিক্রয়ে ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া এবং নম্রতা ও সদ্ব্যবহার করা। সম্পদের ফিতনা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা। একজন ব্যবসায়ীকে দুনিয়াবী ব্যবসার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। সুতরাং আমাদেরকে ব্যবসার নিয়মনীতি মেনে ব্যবসা-বণিজ্য করা উচিত।

তথ্যসূত্র

আল-আসবাহানী, আহমদ, *হুলিয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া*, মিসরঃ দারুস সা'আদাহ, ১৩৯৪।

আল-কুরতুবী, মুহাম্মদ, *আল-জামী' লিআহকামিল কুরআন*, কায়রোঃ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ্, ২য় সং, ১৩৮৪।

আল-কুশায়রী, মুসলিম, *আস-সহীহ*, বৈরূতঃ দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরবী, তাবি।

আল-খাল্লাল, 'আহমদ, *আল-হাচ্ছু আলাত তিজারাতি ওয়াস সুনা'আতি*, রিয়াদঃ দারুল 'আসিমা, ১ম সং, ১৪০৭।

আল-গাযালী, মুহাম্মদ, *ইহ্ইয়াউ 'উলূমিদ দ্বীন*, বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ্, তাবি।

আল-জুরজানী, 'আলী, *আত-তা'রীফাত*, বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪০৩।

আল-জাসসাস, 'আহমদ, *'আহ্কামুল কুরআন*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪১৫।

আল-জারবূ', 'আব্দুল্লাহ্, *আছরুল ঈমান ফী তাহসীনিল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাহ্*, আল-মাদীনুল মুনাওয়ারাহ্ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষা পরিষদ, ১৪২৩।

আল-বায়হাকী, 'আহমদ, *আল-আদাব*, বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুল কুতুবিছ ছিকাফিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪০৮।

আল-বায়হাকী, *আদ-দা'ওয়াতুল কুবীর*, তাহকীকঃ বদর ইবন 'আব্দিল্লাহ্, কুয়েতঃ গরাস, ১ম সং, ২০০৯।

আল-বায়হাকী, শু*'আবুল 'ঈমান*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সং, ১৪২৩/ ২০০৩

আল-বায্যার, *মুসনাদুল বায্যার*, আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ্ঃ মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ১ম সং, ১৯৮৮-২০০৯।

আল-বুখারী, মুহাম্মদ, *আস-সহীহ*, রৈরূতঃ দারু ইবন কাছীর, ৩য় সং, ১৪০৭।

আল-বুখারী, *আল-'আদাবুল মুফরাদ*, রৈরূতঃ দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ৩য় সং, ১৪০৯।

আবূ দাঊদ, সুলায়মান, *আস-সুনান*, বৈরূতঃ দারুর রিসালাহ্, ১ম সং, ১৪৩০।

আদ-দারু কুতনী, আলী, *আস-সুনান*, কিতাবুল বুয়ূ, বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সং, ১৪২৪।

আদ-দূসুরী, আশ-শেখ 'আব্দুর রাহমান, *সাফওয়াতুল আছার*, তাবি।

আদ-দীনূরী, আহমদ ইবন মারওয়ান, *আল-মাজালিসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম*, বৈরূতঃ দারু ইবন হাযাম, ১৪১৯।

আত-তাবারী, মুহাম্মদ, *জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি আ'ঈল কুরআন*, বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ২০০০/ ১৪২০।

আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ, *আস-সুনান*, মিসরঃ মাকতাবাতু মুস্তাফা, ২য় সং, ১৩৯৫।

আত্-তাবারানী, সুলায়মান, *আল-মু'জামুল কাবীর*, আল-মোসালঃ মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় সং, ১৪০৪।

আত্-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, কায়রোঃ দারুল হারামায়ন, ১৪১৫।
আন-নাসা'ঈ, 'আহমদ, *আস-সুনানুল কুব্‌রা*, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সং, ১৪২১/ ২০০১।
আল-মুজাদ্দিদী, আমিমুল ইহ্‌সান, *আত-তা'রীফাতুল ফিক্‌হিয়্যাহ*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪২৪।
আল-মাকদাসী, মুহাম্মদ, *আল-'আহাদীছুল মুখতারাহ্*, বৈরূতঃ দারু খুদার, ৩য় সং, ১৪২০/ ২০০০।
আল-মাওসূআতুল ফিকহীয়্যাহ্ আল-কুয়েতিয়্যাহ্, কুয়েতঃ ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শু'উনুল ইসলামিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪০৪।
আয-যারকানী, মুহাম্মদ, *শারহুয যারকানী*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪১১।
আয্-যুহায়লী, ড. ওয়াহাবাহ্, *আত-তাফ্‌সীরুল মুনীর*, দামেস্কঃ দারুল ফিকর আল-মু'আসির, ২য় সং, ১৪১৮।
আয-যাহাবী, মুহাম্মদ, *সিয়ারু 'আ'লামিন নুবালা'*, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ৩য় সং, ১৪০৫।
আর-রাযী, মুহাম্মদ, *মাফাতীহুল গায়ব*, বৈরূতঃ দারু 'ইহ্‌ইয়া'ইত তুরাছিল 'আরাবী, ৩য় সং, ১৪২০।
আশ-শায়বানী, 'আহমদ, *আল-মুসনাদু*, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সং, ১৪২১/ ২০০১।
আস-সা'দী, 'আব্দুর রহমান, *তায়সীরিল কারীমির রহমান*, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সং, ১৪২০।
আস-সুয়ূতী, 'আব্দুর রহমান, *আল-ফাতুহুল কাবীর*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২য় সং, ১৪২৩।
আল-হাকিম, মুহাম্মদ, *আল-মুস্তাদ্‌রাক 'আলাস-সহীহায়ন*, বৈরূত দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪১১।
আল-হুবায়সী, মুহাম্মদ, *আল-বারাকাতু ফী ফাদলিস সা'ই ওয়াল হারাকাহ*, তাবি।
ইবনু 'আবিদীন, মুহাম্মদ 'আমীন, *রাদ্দুল মুখতার*, বৈরূতঃ দারুল ফিকরি, ২য় সং, ১৪১২।
ইবন আবী শায়বা, *আল-মুসান্নিফ*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সং, ১৪০৯।
ইবনু কাছীর, 'ইসমা'ঈল, *তাফ্‌সীরুল কুরআনিল 'আযীম*, কায়রোঃ 'আল-মাকতাবুস সাকাফী, ১ম সং, ২০০১।
ইবন কুদামাহ্, আহমদ, *মুহতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন*, দামেস্কঃ মাকতাবাতু দারিল বায়ান, ১৩৯৮।
ইবন খাল্লিকান, 'আহমদ, *ওয়াফাইয়াতুল 'আ'য়ান ওয়া আম্বাউ 'আবনাইয যামান*, বৈরূতঃ দারু সাদির, ১৯৭১।
ইবন খুযায়মা, মুহাম্মদ, *আস্-সাহীহ*, বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল 'ইসলামী, ১৩৯০।
ইবন তায়মিয়া, *'আমরাদুল কুলূবি ওয়া শিফাউহা*, কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ্, ২য় সং, ১৩৯৯।
ইবন তায়মিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, আল-মাদীনাতুন নাবাবীয়্যাহ্‌ঃ মুজাম্মা'উল মালিক ফাহাদ, ১৪১৬।
ইবন মানযূর আল-আফরীকী, মুহাম্মদ, *লিসানুল 'আরব*, বৈরূতঃ দারু সাদির, ৩য় সং, ১৪১৪।
ইবনু মাজাহ্, মুহাম্মদ, *আস-সুনান*, বৈরূতঃ দারুর রিসালাহ্ আল-'আলামিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪৩০।
ইবন মুফলিহ, 'আব্দুল্লাহ্, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ২য় সং, ১৪১৯।
ইবন রাজাব, 'আব্দুর রহামান, *জামি'উল উলূম ওয়াল হিকাম*, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ৭ম সং, ১৪২২।
ইবনু হাজার, আহমদ, *ফাতহুল বারী*, বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ্, ১৩৭৯।
ইবন হিশাম, আব্দুল মালিক, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, বৈরূতঃ দারুল জায়ল, ১৪১১।
ইবন হিব্বান, মুহাম্মদ, *সহীহু ইবন হিব্বান*, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ২য় সং, ১৪১৪।
পানীপথী, মুহাম্মদ ছানাউলাহ্, *আত-তাফ্‌সীরুল মাযহারী*, পাকিস্তান, মাকতাবাতুর রাশীদিয়্যাহ্, ১৪১২।

মাজ্‌মা'উল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ্, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, ভারতঃ হুসায়নিয়া কুতুবখানা, ৭ম সং, ১৯৯৬।
মুখতার, ড. 'আহমদ, *মু'জামুল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ আল-মু'আসিরাহ্*, বৈরূতঃ দারু 'আলামিল কুতুব, ১৪২৯।
মুবারক, আব্দুল্লাহ্ ইবনুল, *আয-যুহদু ওয়ার রাকাইক*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, তাবি।
রাগিব, আল্-হুসায়ন, *আল-মুফরাদাত*, দামেস্কঃ দারুল কালাম, ১ম সং, ১৪১২।
শফী, মুফতী মুহাম্মদ, *মা'আরিফুল কুরআন*, অনুঃ মুহীউদ্দীন খান, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৭ম সং, ২০০৫।
শফী, মুফতী মুহাম্মদ, *মা'আরিফুল কুরআন*, অনু. মুহিউদ্দীন খান, ঢাকাঃ ইফাবা, ৬ষ্ঠ সং, ২০০৫।